রক্তাক্ত বেয়নেট

এল আর বিশ্বাস

জলছবি প্রকাশন

রক্তাক্ত বেয়নেট

এল আর বিশ্বাস

জনচিন্তা
প্রকাশন

রক্তাক্ত বেয়নেট

এল আর বিশ্বাস

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, শেখেরটেক, আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
সাজিদুল ইসলাম সাজিদ

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা

ISBN : 978-984-94524-7-8

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস

১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

facebook.com/JalchobiProkashon
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭
ফোন : ১৬২৯৭

Copyright @ Writer
Roktakto Bayonet, Written by **L R Biswas**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 200, US $ 7

উৎসর্গ

মোঃ আবদুল জলিল হাওলাদার
অগ্রজসম প্রিয়বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী–
যার কাছ থেকে সততা ও
আন্তরিকতার শিক্ষা লাভ

সূচিপত্র

জয় বাংলা	...	৯
একটি রানওয়ের গল্প	...	২৩
নিজাম বিহারী	...	৩২
একজন মুনসুর	...	৪৫
বাবুগঞ্জ রণাঙ্গন	...	৫৩
যুদ্ধদিনে দুই ভাই	...	৬২
রক্তাক্ত বেয়নেট	...	৭৩

জয় বাংলা

লাবণ্য মাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। লাবণ্যর মা আফরোজা বেগম বারান্দায় বসে বাড়ির সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। লাবণ্য ধীরে-ধীরে মায়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মায়ের পিঠে আলতো করে হাত রাখে। মা আফরোজা বেগম একটুও চমকালেন না। তিনি বুঝতে পারলেন লাবণ্য এসেছে।

'মা তোমার কী হয়েছে' লাবণ্য মাকে জিজ্ঞেস করলো। 'তুমি মন খারাপ করে বসে আছো কেন?'

আফরোজা বেগম এবারও কোন সাড়া দিলেন না। লাবণ্য তার ছোট-ছোট দুটি হাত দিয়ে মায়ের পিঠের ওপর রেখে বললো–

'এই মা, কথা বলছো না কেন?'

এতক্ষণে আফরোজা বেগম মুখ খুললেন–

'বিরক্ত করিস নাতো! যা এখান থেকে।

লাবণ্য মায়ের এই রাগের কারণ বুঝতে পারলো না। লাবণ্যর বাবা শাহাদাত সাহেবের মা খাদিজা বেগম। তিনি আসরের নামায শেষ করে একটু বিশ্রাম করছিলেন। লাবণ্য দাদুর কাছে গিয়ে বললো–

'দাদু, আম্মুর যেন কী হয়েছে! আম্মু মন খারাপ করে বসে আছে।'

খাদিজা বেগম আফরোজা বেগমের কাছে এলেন কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন–

'দেখো তো বৌমা, লাবণ্যটার চুলগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে আছে, মনে হয় যেন কাকের বাসা। ওর চুলে তেল দিয়ে আঁচড়ে দাও তো।'

এতক্ষণে আফরোজা বেগম মুখ খুললেন–

'এই লাবণ্য, এদিকে আয়। ড্রেসিং টেবিলের উপড় থেকে বড় চিরুনিটা আর নারকেল তেলের বোতলটা নিয়ে আয় তো।

লাবণ্য দৌড়ে গিয়ে চিরুনি আর তেলের বোতল নিয়ে এলো। লাবণ্যর মনে হলো, ওর বাবা শাহাদাত সাহেব গতমাসে বাড়ি এসেছিলেন। তিনিই লাবণ্যর জন্য নারকেল তেল আর বড় ফাঁসের একটা চিরুনি এনেছিলেন। লাবণ্যর চুল কোঁকড়ানো। বড় ফাঁসের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো সুবিধা। লাবণ্য একটা টুল এনে ওর মায়ের সামনে উল্টোমুখ করে বসে পড়লো। আফরোজা বেগম লাবণ্যর চুলের জট ছাড়িয়ে তেল দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। লাবণ্য বললো–

'এই তেলটায় খুব মিষ্টি ঘ্রাণ, তাই না মা? আব্বু এনে দিয়েছিলো।'

আফরোজা বেগম কোন উত্তর দিলেন না। লাবণ্য আবার বললো–

'চিরুনিটাও তো আব্বু এনেছিল।'

আফরোজা বেগম মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন–

'এতো কথা বলিস কেন? চুপ কর।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে লাবণ্য আবার বলতে শুরু করলো–

'মা, আমার বান্ধবী স্নেহার আব্বুও তো আমার আব্বুর সাথে ঢাকায় চাকরি করেন। স্নেহার আব্বুর নাকি কোন খোঁজ-খবর নেই।

'কী করে জানলি?'

আফরোজা বেগম অস্থির হয়ে জানতে চাইলেন–'কখন জানলি?'

লাবণ্য বললো, 'দুপুরে স্নেহার সাথে খেলতে গিয়েছিলাম। তখন ওদের বাসার লোকেরা বলাবলি করছিল।'

'তা আগে বলিসনি কেন?'

'আমি ভাবলাম তুমি জানো, সে জন্যই বলিনি।'

আফরোজা বেগম আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যায় স্নেহার আম্মু নাসরিন বেগম স্নেহাকে সাথে নিয়ে লাবণ্যদের বাসায় এলেন। স্নেহাকে পেয়ে লাবণ্য গল্প ও খেলায় মেতে উঠলো। আফরোজা

বেগম এবং নাসরিন বেগম ঢাকার বিষয়ে কথা বলছেন। লাবণ্য ও স্নেহা খেলায় ব্যস্ত থাকলেও কান খাড়া করে মায়েদের কথা শুনছিল। পাংসা গ্রামের খায়ের সাহেব ঢাকা থেকে এসেছেন। তিনি পুলিশে চাকরি করেন। ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ছিলেন। কোন মতে পালিয়ে এসেছেন। অনেক বাঙ্গালি পুলিশকে নাকি পাকিস্তানীরা মেরে ফেলেছে। পিলখানাতেও নাকি ভয়াভহ অবস্থা! অনেক লোককে মেরে ফেলেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। তবে কতজনকে মেরেছে বা পরিচিত কেউ এদের মধ্যে আছেন কিনা তা তিনি বলতে পারলেন না।

লাবণ্য খেলার মধ্যেই কথা বললো, 'কে মারা গেছে মা! আব্বু কোথায়? আব্বুর কোন খোঁজ পেয়েছো?'

আফরোজা বা নাসরিন বেগম কেউ কোন কথা বললেন না।

আজকাল লাবণ্যর মন খুব খারাপ থাকে। এখন আর সে আগের মতো কোন কিছু নিয়ে বায়না ধরছে না, হাসছে না। খাবারে কোন রুচি নেই। অকারণে সারাদিন ঘ্যান-ঘ্যান করছে। মুখফুটে কিছুই বলছে না। আফরোজা বেগম বিরক্ত হয়ে একদিন লাবণ্যকে বকেছেন পর্যন্ত।

মার্চের ৩১ তারিখ সন্ধ্যার পর। সামনের ঘরে আফরোজা বেগম লাবণ্যকে পড়াতে বসেছেন। এমন সময় সামনের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। লাবণ্য চিৎকার করে বলে উঠলো–

'মা আব্বু এসেছে!'

আফরোজা বেগম গুরুত্ব দিলেন না। তিনি চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আবারো কড়া নাড়র শব্দ। তারপর আবার-বার বার। আফরোজা বেগম দরজার কাছে গেলেন। লাবণ্যও পেছন-পেছন গেল। আফরোজা বেগম বললেন–

'কে?'

ও পাস থেকে আওয়াজ এলো–

'আমি!'

লাবণ্য ও আফরোজা দুজনেই বুঝলেন এটা শাহাদাত সাহেবের গলা। দরজা খুলে দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো শাহাদাত সাহেবের দিকে। খাকি ইউনিফর্ম পরা। পায়ে বুট, মাথার টুপিটা কোমরে গোজা, হাতে ৩০৩ রাইফেল। কোমরে বেল্টের মতো খাকি কাপড়ের চওড়া অনেক পকেটওয়ালা পোর্চ ঘুরিরে বাঁধা। পোর্চের পকেটগুলোতে গুলি সাজানো। মুখ শুস্ক, মলিন, ক্লান্ত। কদিন খায়নি কে জানে ! কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলতে পারলো

না। শাহাদাত সাহেব ঘরে ঢুকেই রাইফেলটা দরজার পাশে দাঁড় কারিয়ে রাখলেন এবং দুই হাতে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিলেন। লাবণ্য আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধের উপড় মাথা রেখে চুপ করে রইল। শাহাদাত সাহেব অনেকক্ষণ ধরে লাবণ্যকে আদর করলেন। তার চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে। এতক্ষণে লাবণ্য মাথা ঘুরিয়ে আব্বুর চোখে পানি দেখতে পেলো।

'আব্বু তুমি কাঁদছো কেন?'

'এমনি!'

লাবণ্য বললো, 'তোমার খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি আব্বু?'

লাবণ্য আবারো আব্বুর কাঁধে মাথা রেখে চুপ করে থাকলো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে লাবণ্য ওর আব্বুর কোল থেকে নামছে না। আফরোজা বেগম বললেন–

এই লাবণ্য, কোল থেকে নাম। তোমার আব্বু গোসল করবেন।

লাবণ্য আব্বুর কোল থেকে নামতে অস্বীকার করলো।

'আমি নামবো না। আমি আব্বুর গলা জড়িয়ে ধরে থাকবো।'

একথা বলে শক্ত করে শাহাদাত সাহেবের গলা জড়িয়ে ধরলো। আফরোজা বেগম লাবণ্যকে শাহাদাত সাহেবের কোল থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। অমনি লাবণ্য জোরে চিৎকার করে কাঁদতে থাকলো। শাহাদাত সাহেব লাবণ্যকে বললেন–

'চলো আম্মু আমরা গোসল করে আসি।'

লাবন্য বললো, 'চলো।'

আব্বুর কাঁধে চড়েই লাবণ্য পুকুর ঘাটে গেল। গোসলে যাবার আগে শাহাদাত সাহেব আফরোজা বেগমকে ৩০৩ রাইফেলটা আলমারিতে রাখতে বলে গেলেন। পুকুরঘাটে গিয়ে শাহাদাত সাহেব লাবণ্যকে বললেন, 'আম্মু, তুমি আমার গামছা আর লুঙ্গিটা নিয়ে এইখানটায় বসো। আমি একটু গোসল সেরে উঠি।'

লাবণ্য গামছা আর লুঙ্গি নিয়ে সানবাধাঁনো ঘাটে সিঁড়ির ওপড় বসে থাকলো।

এরই মধ্যে শাহাদাত সাহেবের ফিরে আসার খবর এক দুই করে দশকান হলো। পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাগোনা ধীরে-ধীরে বাড়তে লাগলো। আলি মিয়া, জলিল মীর, মহম্মদ আলী, মান্নান খান, আবদুল হকসহ আরো কয়েকজন এসে সামনের ঘরে বসে নানা ধরনের শোনা কথা নিয়ে আলাপ করছেন। জলিল মীর বললো–